মডিউল ১৫

শিক্ষনীয় বিষয়: তরুনদের জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক প্রগতিতে ক্রীড়ার গুরুত্ব, ক্রীড়াঙ্গনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ভূমিকা:-

ক. জীবন মান উন্নয়ন ও সামাজিক প্রগতিতে ক্রীড়ার গুরুত্ব

খ. আনসার ও ভিডিপির ক্রীড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও অর্জন

গ. বাহিনীর মূলধারার ক্রীড়াদলে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া

ক. জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক প্রগতিতে ক্রীড়ার গুরুত্ব

ক্রীড়া তরুণদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধুমাত্র শারীরিক ফিটনেসের জন্যই নয়, বরং মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়নেও সহায়তা করে। তরুণদের ক্রীড়া চর্চার প্রতি উৎসাহিত করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ। নিচে এই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:-

তরুণদের জীবন উন্নয়নে ক্রীড়ার ভূমিকা

১. **শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন:**
   - ✓ **সুস্থতা বজায় রাখা**: নিয়মিত ক্রীড়া তরুণদের শারীরিকভাবে সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। এটি ওজন নিয়ন্ত্রণ, হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য, পেশী শক্তি ও হাড়ের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে।
   - ✓ **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি**: ক্রীড়া চর্চা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যা বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

২. **মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন:**
   - ✓ **স্ট্রেস কমানো**: ক্রীড়া চর্চা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
   - ✓ **আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি**: ক্রীড়ায় সফলতা অর্জন তরুণদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

৩. **সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি:**
   - ✓ **টিমওয়ার্ক ও নেতৃত্বের গুনাবলী**: দলগত ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ তরুণদের মধ্যে টিমওয়ার্ক ও নেতৃত্বের গুনাবলী উন্নত করে। এটি তাদেরকে সহযোগিতামূলক হতে শেখায় এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
   - ✓ **সামাজিক সংযোগ**: ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ তরুণদের নতুন বন্ধু বানাতে এবং সামাজিক সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে। এটি তাদেরকে সামাজিকভাবে আরও সক্রিয় করে তোলে।

৪. **নৈতিক ও মূল্যবোধের প্রভাব:**
   - ✓ **শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ**: নিয়মিত ক্রীড়া চর্চা তরুণদের শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা এবং দায়িত্ববোধ শিখতে সাহায্য করে।
   - ✓ **মানসিক দৃঢ়তা ও সহনশীলতা**: ক্রীড়া তরুণদের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা ও সহনশীলতা গড়ে তোলে, যা জীবনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সাহায্য করে।

সামাজিক প্রগতিতে ক্রীড়ার ভূমিকা

১. **সমাজে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা:**
   - ✓ **শৃঙ্খলা**: নিয়মিত ক্রীড়া চর্চা তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা শেখায়। এটি তাদের দৈনন্দিন জীবনে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে সহায়তা করে।
   - ✓ **নৈতিক মূল্যবোধ**: ক্রীড়া তরুণদের মধ্যে সততা, সহনশীলতা এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের গুনাবলী গড়ে তোলে।

২. **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সম্প্রদায়ের উন্নয়ন:**
   - ✓ **সামাজিক সংহতি**: ক্রীড়া বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির তরুণদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যবদ্ধতা তৈরী করে। এটি সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার মানসিকতা গড়ে তোলে।
   - ✓ **সমান সুযোগ**: ক্রীড়া সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে, যা সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

৩. **শিক্ষা ও কর্মজীবনের উন্নয়ন:**

- ✓ **শিক্ষাগত উন্নয়ন:** ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়। এটি শিক্ষার মান উন্নত করতে সহায়তা করে।
- ✓ **কর্মের সম্ভাবনা:** ক্রীড়া তরুণদের জন্য বিভিন্ন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। পেশাদার ক্রীড়াবিদ হওয়ার পাশাপাশি ক্রীড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাতেও তারা সাফল্য অর্জন করতে পারে।

৪. **সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ামক:** ক্রীড়া সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে।

৫. **সহিংসতা ও অপরাধ কমানো:** ক্রীড়া তরুণদের মধ্যে সহিংসতা ও অপরাধ প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে। এটি তাদেরকে গঠনমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করে রাখে এবং নেতিবাচক কার্যকলাপ থেকে দুরে রাখে।

খ. আনসার ও ভিডিপির ক্রীড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও অর্জন

১. আনসার ও ভিডিপির ক্রীড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ-

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী। তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত এ বাহিনী বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এক অবিস্মরণীয় নাম। বর্তমানে এ বাহিনীর ৫৫টি ক্রীড়া দল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য-সদস্যা, মহিলা আনসার, অন্যান্য পদবির সদস্য-সদস্যা ও ভাতাভোগী খেলোয়াড়সহ বর্তমানে এ বাহিনীর ক্রীড়া দলে ৫১০ জন খেলোয়াড় রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ইভেন্টে অসংখ্য ভিডিপি খেলোয়াড় রয়েছে, যাদেরকে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টিতে এ বাহিনী বদ্ধপরিকর।

১৯৪৮ সালে বাহিনীর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিচালক মি. জেমস বুকানন বাহিনীর ক্রীড়াঙ্গনে ঐতিহাসিক পদচারণা শুরু করেন। তিনি দেশের তৃণমূল পর্যায়ে গঠিত আনসার ক্লাবের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলাকে উৎসাহিত করতেন। তাঁর স্বীয় উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় আনসার বাহিনীর তৎকালীন সদর দপ্তর শাহবাগে গড়ে তোলেন আনসার হকি দল। সেই থেকে আনসার ক্রীড়া দলের পদযাত্রা শুরু। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) ওয়াজি উল্লাহ-এর প্রেরণায় এ বাহিনীতে খেলাধুলার চর্চায় এক নতুন মাত্রা লাভ করে। মূলত বক্সিং খেলার মধ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে এ বাহিনী। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতায় ৩ সদস্য বিশিষ্ট বক্সিং টিম প্রথম বাবের মতো কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অত্র বাহিনী ২টি তাম্র পদক পেয়ে ক্রীড়াঙ্গনে নাম লিপিবদ্ধ করে। ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া ২য় জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ আনসার লাল দল চ্যাম্পিয়ন হয়। পরবর্তীতে পুরুষ ও নারী খেলোয়াড়দের নিয়ে ক্রীড়াজগতে পদযাত্রার নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন ইভেন্টের সাথে মিল রেখে নতুন নতুন টিম গঠন করা হয়। বাহিনীর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সমাবেশ এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ক্রীড়ানুরাগী, কর্মঠ, আগ্রহী ও উদীয়মান ছেলে-মেয়েদের সংগ্রহ করে দক্ষ প্রশিক্ষক ও কোচ দ্বারা প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে তাদেরকে পরিণত খেলোয়াড় হিসেবে মূল ক্রীড়াদলে অন্তর্ভুক্ত করে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক শক্তিশালী ক্রীড়া দল।

সময়ের পরিক্রমায় এ বাহিনীর ক্রীড়াঙ্গনে অনেক পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন সূচিত হয়েছে। নারী ও পুরুষের সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সাফল্যের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়াদল।

✓ **আমাদের ক্রীড়া দলসমুহ**

৭৫ বছর পূর্বে শুধু হকি দল নিয়ে যাত্রা শুরু করা এ বাহিনীর ক্রীড়াদল বর্তমানে ৫৫ টি ইভেন্টে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আসছে। ইভেন্ট সমূহ-

বক্সিং, শরীর গঠন, ভারোত্তোলন, তায়কোয়ানডো, কারাতে, টেবিল টেনিস, জিমন্যাসটিক্স, সাইক্লিং, জুডো, কুস্তি, আর্চারি, শ্যুটিং, ফেন্সিং, উশু, সাঁতার, এ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, লন টেনিস, রোলার স্কেটিং, গলফ, কাবাডি, ক্রিকেট (মহিলা), হ্যান্ডবল, ফুটবল (মহিলা), কাবাডি, ভলিবল, ক্রিকেট (মহিলা), জাতীয় বুখান মার্শাল আর্ট, কিক্ বক্সিং, আইটিএফ তায়কোয়ানডো, থ্রো-বল, বেস-বল, সফট-বল, খো খো, বাস্কেট বল, ফুটসাল, দাবা, সেপাক-টাকরো, রোকবল, ডিউবল, ডজবল, টার্গেটবল, সিস্টোবল, স্কোয়াশ, আর্ম-

রেসলিং, পেসাপালো, ইয়োগা, জুজুৎসু, সাবাতে, সোতোকান কারাতে ইত্যাদি। এছাড়া একই ইভেন্টে একাধিক পুরুষ ও মহিলা দল আছে।

২. ক্রীড়াক্ষেত্রে বাহিনীর অর্জন: জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল নিয়মিত অংশগ্রহণ করে অধিকাংশ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে আসছে। ২০১৪ হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিগত ১০ বছরের জাতীয় সাফল্য/অর্জন নিম্নরূপ:

ক. জাতীয় পর্যায়ে অর্জনসমূহ

ক্রম	সাল	ফলাফল			চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ	৩য় স্থান	অন্যান্য
		স্বর্ণ	রৌপ্য	তাম্র				
১	২০১৪ সালে অর্জন	৬৪	৬৪	৩২	১০	৪	২	২
২	২০১৫ সালে অর্জন	৭৩	৪৯	৪৩	১২	৫	১	১
৩	২০১৬ সালে অর্জন	৯৮	৬৯	৫০	১৪	৫	১	২
৪	২০১৭ সালে অর্জন	১১৯	৬৫	৬২	১৭	১	০	৩
৫	২০১৮ সালে অর্জন	১৩৭	৮৬	৮৮	২৪	২	৩	২
৬	২০১৯ সালে অর্জন	১৮৯	১০৪	৮১	২৭	৪	০	১
৭	২০২০ সালে অর্জন	৯১	৬২	২৩	২২	৭	১	০
৮	২০২১ সালে অর্জন	২২২	১৩১	৭৪	১৯	১৫	৩	১
৯	২০২২ সালে অর্জন	৩৪৯	২৬৭	১৭৮	৩৫	১২	৭	১
১০	২০২৩ সালে অর্জন	২০৭	১০১	৮২	২৯	৯	০	১
১১	২০২৪ সালে অর্জন	১০৯	৭০	৬০	১০	৮	১	১
মোট অর্জনঃ		**১৬৫৮**	**১০৬৮**	**৭৭৩**	**২১৯**	**৭২**	**১৯**	**১৫**

খ. দেশের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া আসর বাংলাদেশ গেমস এ অর্জনসমূহ:

দেশের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া আসর বাংলাদেশ গেমস প্রতি ৪ বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয়। এই বৃহৎ ক্রীড়া আসরে এ বাহিনী প্রথম বার ৪র্থ বাংলাদেশ গেমসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৩য় স্থান অর্জন করে। এরপর ৫ম বাংলাদেশ গেমস হতে ক্রীড়াঙ্গনের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে একটানা ৫ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ক্রম	সাল	গেমস এর বিবরণ	স্বর্ণ	রৌপ্য	তাম্র	মোট পদক	মন্তব্য
১	১৯৮৮	৪র্থ বাংলাদেশ গেমস	২১টি	২০টি	১৭টি	৫৮টি	৩য় স্থান (১ম অংশগ্রহণ)
২	১৯৯২	৫ম বাংলাদেশ গেমস	৫০টি	৪৯টি	৩৬টি	১৩৫টি	চ্যাম্পিয়ন
৩	১৯৯৬	৬ষ্ঠ বাংলাদেশ গেমস	৭০টি	৪৪টি	৩৪টি	১৪৮টি	চ্যাম্পিয়ন
৪	২০০২	৭ম বাংলাদেশ গেমস	৬৫টি	৬১টি	৬৪টি	১৯০টি	চ্যাম্পিয়ন
৫	২০১৩	৮ম বাংলাদেশ গেমস	১১১টি	৭৩টি	৬২টি	২৪৬টি	চ্যাম্পিয়ন
৬	২০২০	৯ম বাংলাদেশ গেমস	১৩৩টি	৮০টি	৫৭টি	২৭০টি	চ্যাম্পিয়ন

গ. ২০১০ সাল হতে অদ্যাবধি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্জনসমূহ

২০১০ সাল হতে আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা যেমন ইসলামিক সলিডারিটি গেমস, গ্র্যান্ড প্রিক্স, সাউথ এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস, অলিম্পিক গেমস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাসহ মোট ৫১টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এ বাহিনীর খেলোয়াড়রা ৭৪টি স্বর্ণ, ৬২টি রৌপ্য ও ১০৭টি তাম্র পদক অর্জন করে।

ঘ. সাউথ এশিয়ান গেমস (এস এ গেমস):

১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস এ বাংলাদেশ ১৮টি স্বর্ণ, ২৩টি রৌপ্য ও ৫৬টি তাম্র পদক অর্জন করে। এর মধ্যে আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দলের খেলোয়াড়গণ জাতীয় দলের হয়ে ১১টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও ২৩টি তাম্র পদক অর্জন করে।

১২তম সাউথ এশিয়ান গেমস এ বাংলাদেশ ৪টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য ও ৫৬টি তাম্র পদক অর্জন করে। এর মধ্যে আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দলের খেলোয়াড়গণ জাতীয় দলের হয়ে ১টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও ১১টি তাম্র পদক অর্জন করে।

সর্বশেষ নেপালে অনুষ্ঠিত ১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমস এ বাংলাদেশ ১৯টি স্বর্ণ, ৩৩টি রৌপ্য ও ৯০টি তাম্র পদক অর্জন করে। এর মধ্যে আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দলের খেলোয়াড়গণ জাতীয় দলের হয়ে ৮টি স্বর্ণ, ১২টি রৌপ্য ও ৪৬টি তাম্র পদক অর্জন করে। যা অন্যান্য বাহিনী/সংস্থার চেয়ে সর্বোচ্চ পদক।

ঙ. অলিম্পিক গেমস:

বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমস- ২০২০ এ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আরচ্যার রোমান সানা সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। তার সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনী কর্তৃক তাকে সিপাহি হতে ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

চ. ইসলামিক সলিডারিটি গেমস:

সর্বশেষ ৫ম ইসলামিক সলিডারিটি গেমস-২০২২ তুরস্কের কোনিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৫৮ জন এ্যাথলেট অংশগ্রহণ করে ১ রৌপ্য ও ২টি তাম্র পদক অর্জন করে। এই ৩টি পদকের ২টি পদকই আনসার ও ভিডিপির ক্রীড়াবিদরা অর্জন করে।

ছ. ক্রীড়াক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার:

ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশে শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ ক্রীড়া সাংবাদিক সমিতি কর্তৃক স্বীকৃতি ও পুরস্কারপ্রাপ্ত হয় এবং বাংলাদেশ গেমসে ধারাবাহিক সাফল্যের অবদান ও স্বীকৃতস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৪ সালে এ বাহিনীকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার **'স্বাধীনতা পদক'** প্রদান করা হয়।

৩. সেরা ক্রীড়াবিদ ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের খেলোয়াড়:

তীরন্দাজ রোমান সানাঃ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তথা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আর্চার রোমান সানা। তিনি এখন পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ১৮টি স্বর্ণ পদক, ১৩টি রৌপ্য পদক এবং ১৩টি তাম্র পদক অর্জন করেন। ১৩ তম সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১৯ এ একক ও দলগত ইভেন্টে ৩টি স্বর্ণপদক অর্জন করে এবং এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং টুর্নামেন্ট ষ্টেজ ৩ এ স্বর্ণপদক এবং নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ এ তাম্র অর্জন করেন। ২০২০ সালে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

'স্বর্ণকন্যা' মাবিয়া আক্তার সীমান্তঃ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়াদলের ভারোত্তোলন খেলোয়াড় মাবিয়া আক্তার সীমান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনের একজন তারকা খেলোয়াড় । তিনি ১২তম সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১৬ ও ১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১৯ এ পরপর দুই বার স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। বাংলাদেশের একমাত্র নারী ভারোত্তোলক হিসেবে তিনি এ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তার এ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন সরকার তাকে একটি ফ্ল্যাট উপহার দেন।

গ্র্যান্ড মাস্টার **নিয়াজ মোরশেদ**, গ্র্যান্ড মাস্টার , গ্র্যান্ড মাস্টার **রানী হামিদ, রিফাত বিন সাত্তার** আনসার ও ভিডিপি দাবা দলের ভাতাপ্রাপ্ত দাবারু যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসামান্য অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশকে অন্যন্য উচ্চতায় আসীন করেছে।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক কারাতে আসরে অসংখ্য পদক প্রাপ্ত কারাতেকা সৈয়দ নুরুজ্জামান, এসএ গেমসে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত কারাতেকা **হোমায়ারা আক্তার অন্তরা**, ধনুক কণ্যা **দিয়া সিদ্দিকী**, আর্চার **সোমা বিশ্বাস**, শ্যুটার **শোভন চৌধুরী** ও **মেহেনাজ শারমীন মিম**, টেবিল টেনিস **সোনাম সুলতানা সোমা**, **সাদিয়া রহমান মৌ** ও কুস্তিগীর **আলী আমজাদের** মতো আমাদের অসংখ্য ক্রীড়াবিদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছেন।

গ. বাহিনীর মূলধারার ক্রীড়াদলে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াঃ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তৃণমূল পর্যায় থেকে উদীয়মান খেলোয়াড় বাছাই করে তাদেরকে অত্র বাহিনীর যোগ্যতা সম্পন্ন প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ইভেন্টে খেলার সুযোগ করে দেয়। ইভেন্টগুলোতে অংশগ্রহণের পর ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারলে এই বাহিনীর ভাতাপ্রাপ্ত খেলোয়াড় হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের সাফল্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, উচ্চতা ও অন্যান্য দিক বিবেচনা পূর্বক বাহিনী'র মূল ধারার ক্রীড়াদলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

''ক্রীড়া শক্তি, ক্রীড়াই বল'' এই মূলমন্ত্র সামনে রেখে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিবছর ৩০ (ত্রিশ) দিন মেয়াদী প্রতিভা অন্বেষণ ক্যাম্প পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তরুন প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। তাদেরকে গ্রাম গঞ্জ হতে প্রতিভা অন্বেষণ ক্যাম্পের মাধ্যমে বাছাই করে তুলে এনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য প্রতিযোগী করে

গড়ে তোলা হয়। বাছাইকৃত খেলোয়াড়গণ বাহিনীর ব্যানারে জুনিয়র পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, এসব প্রতিযোগিতায় পদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের ডি ক্যাটাগরিতে (সাধারণ) অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

জুনিয়র প্রতিযোগিতায় পদক প্রাপ্ত খেলোয়াড়দের ২ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো হয়। পদক প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে তাদেরকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাতা প্রদান করা হয় (তাম্র-৮০০০, রৌপ্য-১০০০০, স্বর্ণ-১৬০০০) প্রতি বছর ১টি জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সে প্রেক্ষিতে পরবর্তী জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদক প্রাপ্তির ভিত্তিতে ভাতা হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়।

দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া আসর বাংলাদেশ গেমস প্রতি ৪ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে বাংলাদেশ গেমস এ অংশগ্রহণ করানো হয়। বাংলাদেশ গেমস এ পদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের প্রাইজমানি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে তারা জাতীয় দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আসরে দেশের হয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে।

জাতীয় ও বাংলাদেশ গেমস এ পদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে জাতীয় দল গঠন করা হয়। যারা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে লাল সবুজের পতাকা সমুন্নত রেখে চলেছে।

খেলোয়াড় বাছাই প্রক্রিয়া-

ক্রীড়া উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ লাভে সহায়তা প্রদানঃ

উদ্যোক্তা নিজের কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি অন্যেরও কাজের সুযোগ করে দেন। ক্রীড়া উদ্যোক্তা হচ্ছে একজন ব্যক্তি বা প্রতিনিধি যিনি ক্রীড়ামোদী খেলোয়াড় সংগ্রহ করেন এবং তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভালো খেলোয়াড় হিসেবে প্রস্তুত করেন। ক্রীড়া উদ্যোক্তা হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যিনি নতুন খেলোয়াড় তৈরি করেন, খেলাধুলার নতুন কৌশল বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, নতুন পদ্ধতি অনুসন্ধান করেন, নতুন খেলোয়াড় খোঁজ করেন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে/একাডেমিকে চালিয়ে নেয়া ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে থাকেন।

ক্রীড়া উদ্যোক্তার কয়েকটি গুণ:

- মানসম্মত খেলাধুলার পরিকল্পনা করতে পারেন
- নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ও খেলা পরিচালনা করতে পারেন
- প্রয়োজনীয় খেলোয়াড় বাছাই এবং প্রশিক্ষণ করাতে পারেন
- ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা আছে যার
- খেলাধুলার নতুন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন
- মানসম্মত খেলার চিন্তা ও বাস্তবায়ন করতে পারেন

ক্রীড়া উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্খা এবং প্রশিক্ষণ করানোর উচ্চ কর্মক্ষমতা থাকতে হবে। যাদের মধ্যে ক্রীড়া উদ্যোক্তা হওয়ার গুণাবলি/সক্ষমতা পরিলক্ষিত হয় তাদেরকে বাছাই করে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ তৈরী করে থাকে।

অন্যান্য বাহিনী/সংস্থায় কর্মসংস্থান লাভের সুযোগঃ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তৃণমূল পর্যায় থেকে উদীয়মান খেলোয়াড় বাছাই করে তাদেরকে অত্র বাহিনীর বিভিন্ন ইভেন্টে অন্তর্ভূক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে তাদের সাফল্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, উচ্চতা ও অন্যান্য দিক বিবেচনা পূর্বক তাদেরকে এ বাহিনীতে ব্যাটালিয়ন আনসার, মহিলা আনসার, মহিলা ব্যান্ডসহ বিভিন্ন পদে চাকুরি প্রদান করা হয়। এছাড়াও আনসার ও ভিডিপি'র খেলোয়াড়গণ বাংলাদেশ সেনা বাহিনী, নৌ বাহিনী, বর্ডার গার্ডসহ অন্যান্য বাহিনী বা সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করে থাকে। এ জন্য বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গণে আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দলকে বলা হয়ে থাকে খেলোয়াড় তৈরীর কারখানা। বিগত দশ বছরে এই বাহিনীর বিভিন্ন ইভেন্টে মোট ৮৮ জন খেলোয়াড় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ জেলসহ অন্যান্য সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। যারা বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের হয়ে অবদান রেখে চলেছে।